

ইসলাম কি নারীকে মুক্তি দিয়েছে?

তৃতীয় নয়ন

(পর্ব-৬)

ইসলাম কিন্তু সরাসরি বলে নাই যে ‘নারীরা চাকরী করতে পারবেনা অথবা কর্মক্ষেত্রে যেতে পারবে না, ঘর থেকে বের হতে পারবে না, খেলাধুলা করতে পারবে না, **police, army** তে যেতে পারবে না, অনাত্মীয় পুরুষের সাথে কথা বলতে পারবে না’ - এগুলো অজুহাত হিসেবে একশ্রেণীর ‘ইসলামি নারীবাদী’ ব্যবহার করেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো এসব কাজ নারীর পক্ষে করা সম্ভব নয় যদি নারী ইসলাম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। কারণ এসব কাজ করতে গেলে ইসলাম কোন না কোন ভাবে লংঘন হবেই। মোটকথা ইসলাম সমাজকে রক্ষণশীল করে দেয়।

পর্দাপ্রথা

পর্দাপ্রথা হলো নারীকে অবরোধে রাখার, বন্দি করার, স্বাধীনতা হরণ করার চূড়ান্ত কৌশল। পর্দাপ্রথা হলো নারীমুক্তি বিরোধীতার প্রতীক। আমরা যদি পর্দাপ্রথার কারণটি বিশ্লেষণ করি তাহলে বুঝতে পারি যে ইসলাম নারীকে মূলত কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। আমরা আরো বুঝতে পারবো, বলা হচ্ছে যে ‘পর্দা করেই নারী কাজ করতে পারবে’- তা সম্পূর্ণ ভুল। নারী কামসামগ্রী- এই দৃষ্টিকোণ থেকেই পর্দা প্রথার বিধান জারি করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী হলো ফিৎনা না বিশৃঙ্খলা। নারীর কাজ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। নারীর কাম অসীম। নারী তার কামশক্তিকে বশে রাখতে পারে না। কিন্তু

পুরুষ তার কামকে বশে রাখতে পারে। ইসলাম মনে করে নারীকে নিয়ন্ত্রণ না করলে নারী তার কামশক্তি দিয়ে সমাজকে ধ্বংস করে দিবে। নারী সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। এজন্য তাকে অবরোধে রাখতে হবে। তাকে অন্তরমহলে রাখতে হবে। নারী শুধুই পুরুষের জন্য। সে তার দেহ, মন, প্রাণ পুরুষের জন্য উৎসর্গ করবে ; কিন্তু সে নিজে স্বাধীন হতে পারবে না। নারী যেহেতু ফিৎনা তাই তাকে বোরখা দিয়ে মুঁড়ে রাখতে হবে। তার চলাফেরা, গতিবিধি, সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। এজন্যই নারীকে ঘরে রাখার, অন্তরমহলে রাখার এত উদ্যোগ, এত আয়োজন। নারী হলো মণি-মাণিক্য রত্ন। সোনা-রুপা, হীরা, মানিক যেমন লুকিয়ে রাখতে হয় , তেমনি নারীকেও লুকিয়ে রাখতে হবে। এজন্যই তাকে পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত পুরো শরীর ঢেকে রাখতে হবে। পুরুষদের আপাদমস্তক ঢেকে রাখার প্রয়োজন নেই। নারী সম্পর্কে এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ইসলাম নারীকে পর্দা করতে বলেছে। ইসলাম নারীকে শুধু দৈহিকভাবেই পর্দা করতে বলে নি ; সামাজিকভাবেও পর্দা করতে বলেছে। ইসলাম মেয়েদের আসল পর্দা হলো ঘরে থাকা, পরপুরুষের সামনে না আসা, ‘প্রয়োজনবশত’ যদি ঘর থেকে বেরোতে হয় তবে সারা শরীর ঢেকে বেরোতে হবে। ইসলাম বলেছে ‘প্রয়োজনবশত’ যদি বের হতে হয় - অর্থাৎ নারীরা মূলত ঘরেই থাকবে। ঘরই তাদের উপযুক্ত স্থান। যদি খু-উ-উ-উ-ব প্রয়োজন হয় তবে বের হতে পারবে তবে বোরখা বা মোটা চাঁদর দিয়ে শরীরকে মুড়ে। চাকরী, ব্যবসার জন্য নারীরা প্রতিদিন ঘর থেকে বের হতে পারবে না কারণ সেটা ইসলামের দৃষ্টিতে ‘অপ্রয়োজনীয়’। প্রয়োজনবশত ঘর থেকে বের হওয়া হলো - খুব তৃষ্ণা পেয়েছে, ঘরে খাবার নেই মরে যাচ্ছি, বের না হলেই নয়-এরকম। নারীর ঘর থেকে বের হওয়ার দরকার কি? স্বামীই তো তার খাবার যোগাবে। স্বামীই তো তার ভরণপোষণকারী। কোরানে আছে , *‘তোমরা (নারীরা) চুপচাপ নিজ গৃহে অবস্থান করো এবং পূর্বকার যুগের নারীদের মত সুসজ্জিতা হয়ে বের হয়ো না’* [সূরা আহজাব ৩৩:৩৩] অর্থাৎ নারীর স্থান গৃহে। নারীরা ঘর থেকে বের হয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিবে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে- এটা ইসলাম সরাসরি নিষেধ না করলেও পরোক্ষভাবে নিষেধই করেছে এই আয়াতের মাধ্যমে। এই আয়াতের মাধ্যমে

আরো প্রমান হয় যে প্রকাশ্যে কোন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহন করা নারীর জন্য নিষিদ্ধ। এটা হলো মেয়েদের সামাজিক পর্দা। এবার আসা যাক শারীরিক পর্দায়। ঘরের বাইরে নারীর পায়ের গোঁড়ালি থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরজ। শুধু শরীর সম্পূর্ণ আবৃত করাই নয়, প্রচন্ড ঢিলেঢালা পোশাক পড়তে হবে। আকর্ষণীয় পোশাক পরা যাবে না। কোলবালিশের মত নারীকে বোরখা বা বোরখা জাতীয় পোশাক দিয়ে মুড়ে রাখতে হবে। কোরানে আছে , ‘হে নবী ! তোমার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন নারীদের বল যে তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি নত করে, নিজেদের গুপ্তস্থানের হেফাজত করে এবং নিজেদের সাজসজ্জা,সৌন্দর্য না দেখায় কেবল সেইসব ছাড়া যা আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং নিজেদের বক্ষদেশের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে এবং নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে.....’ [সূরা নূর ২৪:৩১] অনেকে বলেন যে নারী তার মুখমন্ডল, কবজি,পায়ের পাতা খোলা রাখতে পারে যেহেতু এই আয়াতে বলা হয়েছে ‘যাহা আপনা হতে প্রকাশ হয়ে পড়ে’ কিন্তু আসলে কোন কিছুই আপনা হতে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। একজন নারী মুখ ঢেকে রাখলে কখনো মুখ আপনা আপনি প্রকাশ হয় না। কবজি ও পায়ের পাতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ঢেকে রাখলে সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা যায়। তাছাড়া এই আয়াতে নারীদের দেহের ‘সৌন্দর্য’ ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে। ‘সৌন্দর্য’ বলতে আসলে কি বোঝায়? একটি হাদিসে আছে, ‘নারী হলো সৌন্দর্যের বস্তু। সৌন্দর্য বলতে তার সমস্ত শরীরকেই বোঝায়।’ অর্থাৎ নারীর শরীরের প্রতিটি অংশই ঢেকে রাখা ফরজ - পা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত। বড়জোর চোখ খোলা রাখা যেতে পারে। কোন কোন ইসলামি চিন্তাবিদ মত প্রকাশ করেছেন যে এক চোখ খোলা রাখা (নারী ইসলামের দৃষ্টিতে কত ঠুনকো হলে এক চোখ খোলা রাখার কথা বলা হতে পারে !!) যেতে পারে। কোরানে আছে , ‘ হে নবী তোমার স্ত্রী, কন্যা এবং সকল মুমিন নারীদেরকে বলে দাও (যখন তারা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয় তখন) যেন তারা তাদের শরীরের উপর একটা বহিরাবরণ (বোরখা/চাদর) ব্যবহার করে’ । সূরা আহজাব ৩৩:৫৯। মোটকথা হলো মেয়েদের বোরখা পরতে হবে- আপাদমস্তক। শুধু বড়জোর চোখদ্বয় খোলা থাকবে। আর ঘরের ভিতর থাকার সময়ও মেয়েরা

শরীর ঢেকে রাখবে। বড়জোর চুল খোলা রাখতে পারে। আর ঘর থেকে বের হলে পুরো শরীর পূর্ণমাত্রায় আবৃত করে, ঢিলেঢালা পোশাক পরে বের হবে। মেয়েরা পরপুরুষের সামনে আসতে পারবেনা এটাও কোরানের একটি আয়াত দিয়ে প্রমান করা যায়। কোরানে আছে , ‘..... নবীর স্ত্রীদের নিকট তোমাদের কিছু চেয়ে নিতে হলে পর্দার বাহির হতে চেয়ে পাঠাও.....’ [সূরা আহজাব ৩৩:৫৩] নবীর স্ত্রীদের জন্য যে বিধান প্রযোজ্য তা সকল মুসলিম নারীর জন্যও প্রযোজ্য। এই আয়াতে বলা হয়েছে ‘পর্দার বাহির হতে’ অর্থাৎ তাদের শারীরিক পর্দা ছাড়াও তাদের সামনে আর একটি পর্দা থাকবে। তার আড়াল হতে পুরুষ কথা বলবে। অর্থাৎ কোন নারী সরাসরি পরপুরুষের সামনে আসতে পারবে না। এর আরো প্রমান রয়েছে। কোরানে আছে , ‘ নবীর স্ত্রীদের ঘরে তাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতৃপুত্রগণ, ভগ্নী-পুত্রগণ তাদের সাথে মেলামেশার স্ত্রীলোক, তাদের ক্রীতদাস যাওয়া আসা করবে- এতে কোন দোষ নাই’ [সূরা আহজাব ৩৩:৫৫] সুতরাং সমগ্র মুসলিম নারীদের জন্যই এটি প্রযোজ্য। কারণ নবীর স্ত্রীগণ সমগ্র মুসলিম নারীদের আদর্শস্বরূপ। ইসলামে যে মেয়েদের পরপুরুষের সামনে আসা নিষিদ্ধ তা নিম্নের হাদীস থেকেও প্রমান হয়-

‘জাহিলিয়াতের ঘটনা। সেকালে নারীর সতীত্ব রক্ষা খুব কমই হতো এবং নসলও খুব কম ঠিক থাকতো। যাম’আহ নামে এক ব্যক্তি ছিল। উত্তরকালে তার কন্যা সওদাকে হযরত মুহম্মদ (স) বিবাহ করেছিলেন। যাম’আহর বাঁদীর সাথে উৎবা নামক এক লোক ব্যভিচার করেছিল। সেই ঘরে একটি ছেলে পয়দা হয়েছিল। সেই ছেলে নিয়ে উৎবার ভাই এবং যাম’আহর জোষ্ঠপুত্রের ঝগড়া হয়। সেই বিবাদের বিচার নবীজীর দরবারে আসে। হযরত বিচার করলেন - ‘শরিয়্যাতের বিধান এই যে যিনাকারীকে পাথর মারা হবে এবং যার সাথে আকদ হয়েছে সন্তান তার থাকবে’। এই সুত্রে ঐ ছেলে সওদা (রা:) বৈমাত্রেও ভাই হলো এবং মাহররাম (বিবাহ সম্পর্ক নিষিদ্ধ হলো) হলো। কিন্তু সে উৎবার ঔরসজাত বলে নবীজী বিবি সওদাকে হুকুম দিলেন, হে সওদা! এই ছেলে তোমার ভাই বটে সন্দেহ আছে তাই তোমাকে এর

সামনেও পর্দা করতে হবে। এই হুকুম পাওয়ার পর ঐ ছেলে যখন বালেগ হলো তখন হযরত সওদা (রা:) জীবনে তাকে আর দেখেন নাই' [মিশকাত]

মহানবী (সা:) বলেছেন 'খবরদার! তোমরা মেয়েদের মধ্যে অবাধে যাতায়াত করোনা।' একজন লোক বললো, 'হুজুর! দেবর সম্পর্কে কি হুকুম?' হুজুর বললেন, 'দেবর তো মৃত্যুতুল্য'। বুখারী, মুসলিম।

'অনাত্মীয় নারী পুরুষের নির্জন স্থানে চলাফেরা হারাম। যখনই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জন স্থানে চলাফেরা করে তখন শয়তান তাদের তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে প্ররোচনা দেয়' [তিরমিজী]

মুসলিম শরীফে আছে, 'একজন যুবক নতুন বিবাহ করে জেহাদে গিয়েছিল। একদিন সে বাড়ি এসে দেখে যে, তার স্ত্রী বাড়ির দরজায় দাড়িয়ে আছে। এতে সে ক্রোধে অধীর হয়ে নিজ স্ত্রীকে বল্লম দ্বারা আঘাত করার জন্য উদ্দত হলো। পরে সে সংবরণ করলো এই জানতে পেরে যে এক বিষাক্ত সাপের কারণে সে দরজা পর্যন্ত আসতে বাধ্য হয়েছিল।'

কোরানের সূরা আহজাবের ৫৩ ও ৫৫ নং আয়াত এবং উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, একজন মুসলিম নারী তার পিতামাতা, স্বামী, পুত্র-কন্যা এবং নিকটাত্মীয় ব্যতীত আর কারো সামনে আসতে পারবেনা। গায়ের মুহাররাম অর্থাৎ যেসব পুরুষদের সাথে বিবাহ সম্পর্ক বৈধ তাদের সামনে একজন মুসলিম নারী আসতে পারবে না। কথা অবশ্য বলতে পারে। তবে সেটা পর্দার আড়াল থেকে। অর্থাৎ পুরা শরীর ঢাকা তো থাকবেই সেই সাথে সামনে আর একট পর্দা থাকবে। কথাবার্তা সব পর্দার আড়াল থেকে। উপরোক্ত হাদীস থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে একজন মুসলিম নারী স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হতে পারবে না। চাকরি করা, ব্যবসা করা প্রভৃতি কারণগুলো হলো 'বিনা প্রয়োজন' কারণ নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর। উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা পর্দাপ্রথা

সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি-

১। নারীর আসল পর্দা গৃহে অবস্থান করা।

২। বিনা প্রয়োজনে নারী ঘর থেকে বের হতে পারবে না।

৩। বিনা প্রয়োজনে নারীর পরপুরুষের সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ।

৪। নারীদের নিজেদের স্বামী, পিতামাতা, সন্তান, মাহররাম পুরুষ (যাদের সাথে বিবাহ সম্পর্ক নিষিদ্ধ) ব্যতীত অন্যান্য সকল গায়ের মাহররাম পুরুষ (বিবাহ সম্পর্ক বৈধ) এর সামনে আসা নিষিদ্ধ।

৫। ঘর থেকে বের হলে নারীকে পা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত শরীরের সমস্ত অংশ ঢেকে রাখতে হবে বোরখা বা চাদর দিয়ে। পোশাক হবে প্রচণ্ড ঢিলেঢালা। মুখমন্ডল ঢাকা থাকবে। বড়জোর এক চোখ কিংবা দুই চোখ খোলা থাকবে। পরপুরুষের দিকে তাকানো, দৃষ্টিবিনিময়, বেহুদা কথাবার্তা বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৬। পরপুরুষের সাথে নিতান্তই প্রয়োজন হলে পর্দার অন্তরাল হতে কথা বলতে হবে। অর্থাৎ শারীরিক পর্দার মাঝেও আর একটি অতিরিক্ত পর্দা থাকবে।

৭। নারীদের দৌড়াদৌড়ি করা, জোরে জোরে হাঁটা নিষিদ্ধ। কারণ কোরানে আছে, ‘..... তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য ভূমির উপর সজোরে পদক্ষেপ না ফেলো।’ [সুরা নূর ২৪:৩১]

৮। নারীদের পোশাকে কোনরূপ বৈচিত্র্য, আকর্ষণীয়তা থাকবে না যা পরপুরুষের নজর কাড়ে।

৯। ঘরের মধ্যেও নারীর মাথা ও হাত ছাড়া সমস্ত অংশ ঢেকে রাখতে হবে।

১০। পরনারী-পুরুষের একত্রে চলাফেরা , ওঠাবসা, কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া, Gathering সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১১। স্বামীর বিনা অনুমতিতে নারীর বাড়ি থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ। [আল হাদিস]

১২। একজন মুসলিম নারী তার বাড়ি থেকে একা একা বেশি দূর যেতে পারবে না। বেশি দূর যেতে হলে স্বামী বা মাহররাম পুরুষকে সাথে নিতে হবে। হাদীসে আছে, ‘যে নারী আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার পক্ষে মাহররাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে একদিন ও একরাতের পথ ভ্রমণ করা জায়েজ নয়’ [বুখারী]

পাঠক-পাঠিকাগণ! আপনারা কি এখন অভিভূত নন? বিস্মিত নন? ইসলামে নারীর এত ‘স্বাধীনতা’(!) দেখে? ? আপনারা নিশ্চয় আমার মনোভাব বুঝতে পারছেন? হয়তো বলবেন- ‘ইসলাম তো নারীকে চাকরী করতে, ব্যবসা করতে, খেলাধুলা করতে, পুলিশ হতে, সৈনিক হতে, যুদ্ধ করতে, গাড়ীচালক হতে, নাটক করতে, সিনেমা করতে, সাঁতারু হতে, শাসক হতে, বিজ্ঞানী হতে, বিদেশে পড়তে যেতে, দোকানদার হতে, মহাকাশচারী হতে, প্রকৌশলী হতে, কবি হতে, সাহিত্যিক হতে, প্রকাশক হতে, লেখিকা হতে, খবরপাঠিকা হতে, অলিম্পিক গেমসে অংশ নিতে- নিষেধ করে নি’ পর্দা সম্পর্কিত আমার লেখা অনুচ্ছেদটি পড়ার পর একবার ভাবুন তো যে ইসলামের সমস্ত নীতিনিয়ম মেনে উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলোর একটিতেও নারীর অংশগ্রহণ করা সম্ভব কিনা? ?

(চলবে)

